নীরব সরকার, বঞ্চিত জনগণ

আজম মাহমুদ

অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ

আমাদের অন্তর্ঘাতী আমলা ও অসার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গাতে 'ভাগ্যলক্ষী' শেষ পর্যন্ত আমাদের দ্বার গোড়ায় উপস্থিত হয়েছে বিরাট অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রার সাজি হাতে।

যুক্তরাষ্ট্রের এনাপোলসভিত্তিক ট্রান্সক্রিপশনস ইন্টারন্যাশনালের সাথে বাংলাদেশের অন্যতম কমপিউটার প্রতিষ্ঠান সাইটেকের সম্পাদিত এক চুক্তি বলে বাংলাদেশ ডাটা এন্ট্রি রফতানী বাবদ বছরে আনুমানিক চার কোটি টাকার রাজস্ব আয় করতে পারবে। এর ফলে প্রাথমিক অবস্থায় কমপক্ষে একশ চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি হবে। তবে, ভবিষ্যতে কাজের পরিধি বাড়তে থাকলে বৈদেশিক মুদ্রায় রাজস্ব আয় যেমন বাড়বে তেমনি কর্মসংস্থান হবে আরও অসংখ্য বেকার যুবকের।

সাইটেক লিমিটেড ছাড়াও বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন কমপিউটার প্রতিষ্ঠান সাইপ্রোকোর সাথেও ট্রান্সক্রিপশনস ইন্টারন্যাশনালের ডাটা এন্ট্রির অপর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ট্রান্সক্রিপশনস প্রধান ডোনাল্ড এল কোনোভার একজন সহযোগীকে নিয়ে সম্প্রতি ঢাকায় কয়েকদিন অবস্থান করেন এই সমঝোতা স্মারকপত্রগুলো সম্পাদনের জন্য। কমপিউটার জগৎকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কোনোভার বলেন, 'সারা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ডাক্তাররা তাদের রোগীদের অসুখের বৃত্তান্ত কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে বর্ণনা করেন ডিজিটাল ডিকটেশন সিস্টেমে। পরে সেখান থেকে এসব কণ্ঠের ধ্বনিকে টাইপ করে রাখা হয় ডাক্তারদের ভবিষ্যৎ রেফারেন্সের জন্য।

ডাক্তারদের হয়ে এসব কাজ করে থাকে ট্রান্সক্রিপশন। ডাক্তাররা তাদের ডেস্কটপ কমপিউটারের মাধ্যমে নিজস্ব রোগীদের যে কোন তথ্য অনায়াসে এবং অল্প খরচে পেয়ে থাকেন ট্রান্সক্রিপশন কোম্পানীর তথ্য ব্যবস্থাপনা সেবার গুণে।

রোগীদের উপর ডাক্তারদের এক ঘন্টার ডিকটেশনকে টাইপ করলে একটা পাঁচ মিনিটের রিপোর্ট হয়। বাংলাদেশে সারাদিনের ডিকটেশনকে পাঠানো যায় মাত্র পাঁচ সেকেন্ডে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। ডিকটেশনকে টাইপ করে ডাক্তারদের জন্য তৈরি করার সময় বরাদ্দ করা হয়ে থাকে ২৪ ঘন্টা। **বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানটা এ ক্ষেত্রে একটা আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করবে। যুক্তরাষ্ট্রে সারাদিনের ডিকটেশন বাংলাদেশে কমপিউটারে লগ-ইন করানোর পর তারা যখন ঘুমাবে তখন আমরা সারাদিন সেটি টাইপ করে প্রস্তুত করার সুযোগ পাবো।ট্রান্সক্রিপশন ইন্টারন্যাশনাল দিনের শুরুতেই সকালে সেই টাইপ করা রিপোর্টের মান পরীক্ষা করে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেবে তাদের ক্লায়েন্টের কমপিউটারসমূহে।**

ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে ৬৪ কিলো বিট তথ্য পাঠানো যাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে। এই সম্মানজনক কাজের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েকশত তরুণ যেমন ভালো আয়ের সুযোগ পাবে ঠিক তেমনি ক্রমান্বয়ে তাদের ইংরেজী ভাষার ওপর দক্ষতাও বাড়বে। সাদামাটা ডাটাএন্ট্রি কাজের চেয়েও এ কাজ আরো কিছুটা উচ্চতর।

কোনোভার জানান যে যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে এই ট্রান্সক্রিপশন ব্যবসার বার্ষিক আয়তন হচ্ছে প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা। বিরাট সম্ভাবনাময় বাজার হাতছাড়া করাটা এই গরীব দেশের জন্য হবে রীতিমত আত্মঘাতি। ঢাকা অবস্থানকালে কোনোভার কয়েকজন মন্ত্রী এবং টিএন্ডটি'র প্রধান প্রধান কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এই লোভনীয় বাজারের সম্ভাবনাকে তাদের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার জন্য।

ট্রান্সক্রিপশন ইন্টারন্যাশনালের সাথে সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তির ধারা সমূহের আওতায় বিদেশী এই প্রতিষ্ঠানটি প্রশিক্ষক পাঠিয়ে সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে এক মাস ধরে প্রশিক্ষণ দিয়ে এ জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি তৈরি করবে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সহায়তায়। প্রশিক্ষণ, সংশ্লিষ্ট সব সফটওয়্যার ও প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম প্রদান করবে তারাই। ৬০ দিন ধরে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমে তারা ডাটা প্রেরণ করবে। পরীক্ষামূলক এই সময় উত্তীর্ণ হলে যদি তা সন্তোষজনক হয় তবে তৈরি ডাটা এন্ট্রি কাজ তারা প্রতি লাইন দুই মার্কিন সেন্টে খরিদ করবে। কোনোভার বলেন যে, ব্যবসায় এখন সবচেয়ে বড় খরচটি হচ্ছে তথ্য সংক্রান্ত ব্যয়, কিন্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই অবারিত তথ্য পাওয়া যাবে বিনা খরচে। **আজকে বিশ্বে ইন্টারনেট এমন এক স্বর্ণদ্বার উন্মোচন করেছে যে, বিশ্বের যে কোন স্থানে বসে একজন প্রকৌশলী, চিকিৎসক, গবেষক, ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষ ইন্টারনেটের মাধ্যমে তার নিজ নিজ বিষয়ের ওপর সেরা উপকরণ পেতে পারেন অনায়াসে এবং বিনামূল্যে। শারীরিকভাবে আজকে বোষ্টনের এম,আই,টি-তে পড়তে যাওয়া প্রয়োজন হয় না। ঘরে বসেই উচ্চতর যে কোন বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করা যায় নিমিষে।** তিনি জানান সারা বিশ্বে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়ছে ইন্টারনেট, আপনারা এ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেই পারেন না কোন অবস্থায়। বিশ্বের সাথে আপনাদের সংযুক্ত হতে হবে অবিলম্বে। কোনোভার বলেন 'আপনারা যদি ওভারসীজ প্যাকেট সুইচিং স্থাপনার মাধ্যমে অবিলম্বে ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত না হন তবে **আমরা আগামী জুলাই মাস পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে পারব না। অন্য অনেক দেশ থেকে এই কাজ করিয়ে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে আমাদের। ১০ হাজার ডলার যাতায়াত বাবদ খরচ করে সুদূর যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে এসে আমরা বার বার ধর্ণা দিতে** পারবো না এই কাজ করনোর জন্য।'

আমাদের অবস্থান

ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে বিশাল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভবনার ব্যাপারে এর আগেও কমপিউটার জগৎ বহুবার লিখেছে এবং সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে রাষ্ট্রিয় কর্ণধারদের সদাশয় দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। কিন্তু খুব একটা সুফল হয়নি। বাংলাদেশে বিদ্যমান বিপরীতমুখী বিভিন্ন সুপ্ত প্রবাহের বিকর্ষণে তলিয়ে গেছে আমাদের এসব সঙ্গত ও সত্য দাবীগুলো। যে দাবীগুলো প্রকৃতপক্ষে আসা উচিৎ ছিল কমপিউটার বিক্রেতা সমিতি, বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটি এবং বিসিসি কাছ থেকে। কিন্তু কমপিউটার কাউন্সিল গোড়া থেকেই আর দু'দশটা সরকারী সংস্থার মত কমপিউটারের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যারের রফতানী বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভবনাকে পাস কাটিয়ে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রধান প্রতিবন্ধীতে পরিণত হয়েছে।

হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও কমপিউটার সংশ্লিষ্ট আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতির আমদানী কর শূণ্যের কোঠায় আনার ব্যাপারে সরকারে ওপর কার্যকর ও যুক্তিসঙ্গত চাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অজ্ঞাত সমীকরণের প্রভাবে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি নির্লিপ্ত থেকেছে, অথচ এ ক্ষেত্রে তাদেরই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালনের কথা ছিল।

বাংলাদেশে ব্যাপক ও দ্রুত কমপিউটারায়নের পক্ষে আরো কয়েকটি বাস্তব বাধা হচ্ছে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন গতায়ু আমলাদের অচল মানসিকতা। সপ্তদশ শতাব্দীতে রয়েছেন তারা মন মানসিকতার দিক থেকে। তারা মনে করেন যে দেশে দ্রুত কমপিউটারের প্রসার ঘটলে টেকনোক্রেটরা তাদের ডিঙ্গিয়ে প্রশাসনিক নেতৃত্ব করায়ত্ত করে ফেলবে। তাই কায়েমী আমলা চক্র সুকৌশলে দেশের কমপিউটারায়নকে কমপক্ষে এক দশক পিছে ঠেলে দিয়েছে ইতিমধ্যে।

ইন্টারনেটের পথে বাঁধা

ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পথে বাধা আমাদের টি এন্ড টি'র এক শ্রেণীর কর্তাব্যক্তি। তারা চাননা তাদের খবরদারী ও ছড়িঁমুরানোর অবসান হোক উন্নত মানের তথ্যের আবারিত আদান প্রদানে। ইন্টারনেটের মাধ্যম ই-মেইল-এর খরচ ফ্যাক্সের তুলনায় অনেক অনেক গুণ কম। টি এন্ড টির এসব জঞ্জাল কবে অবসর নিয়ে বিদায় হবে সেই অপেক্ষায় এই গরীব জাতি আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে রাজী নয়। আমরা চাই না যে বিরাট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভাবনা আমাদের পায়ে এসে আছাড় খেয়েছে নিজে থেকেই সেটা হাতছাড়া হয়ে চলে যাক ভারতে। ইন্টারনেটের সাথে সংযোগের কল্যাণে বিশ্বের তাবৎ ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যারের কাজ আজ ভারতের করায়াত্বে। বছরে হাজার কোটি ডলারের বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে ভারত এ থেকে। আমরা আর দর্শক হয়ে থাকতে চাইনা। আমরা চাই খোদ খেলোয়াড়ের ভূমিকায় মাঠে নামতে নিজের যোগ্যতা ও উন্নত মেধায়।

শূণ্য আমদানী কর

গার্মেন্টস শিল্পের চেয়ে যেহেতু ডাটা এন্ট্রি শিল্প এখন বেশী সম্ভাবনাময় তাই আমরা চাই কেবল ডাটা এন্ট্রি রফতানী সংক্রান্ত কমপিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারই নয় বরং সব ধরণের ব্যবহারকারীদের জন্যই আমদানী শুল্ক, ভ্যাট, সাপলিমেন্টারী কর ও লাইসেন্স কর শূণ্য করার ঘোষণা দেওয়া হোক অবিলম্বে। এ জন্য একটা এসআরও জারীর জন্য কমপিউটার সমিতির একটা স্মারকপত্র প্রদান করা উচিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে এবং তাদের উচিত এটাকে আগামী বাজেটের আগেই চূড়ান্তভাবে আইনসিদ্ধ করা অর্থ মন্ত্রীর সাথে বৈঠকের মাধ্যমে।

ডাটা এন্ট্রি বিরোধীরা কোথায়?

আমরা যখন গত তিন বছর ধরে ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভবনার কথা বলিষ্ট কণ্ঠে প্রচার করেছি তখন দেশের একটি পত্রিকা বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করতে গিয়ে ডাটা এন্ট্রির বিরুদ্ধে ক্ষতিকর প্রচারণা চালিয়েছে এদেশে সরকারের করণীয় সম্পর্কে টু শব্দটি না করে। ট্রান্সক্রিপশন ইন্টারন্যাশনালের সাথে দেশের অন্যতম সেরা দু'টি কমপিউটার প্রতিষ্ঠানের কোটি কোটি টাকার ডাটা এন্ট্রি রফতানী সংক্রান্ত সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরের মাধ্যমে এবার চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে আমরাই সঠিক– অপপ্রচারকারীরা নয়।